MTT-002

POST GRADUATE CERTIFICATE IN BANGLA-HINDI TRANSLATION PROGRAMME (PGCBHT)

सत्रांत परीक्षा

00285

दिसम्बर, 2016

एम.टी.टी.-002 : बांग्ला-हिन्दी अनुवाद : तुलना और पुनःसृजन

समय : 3 घण्टे *अधिकतम अंक : 100*

***नोट : सभी** प्रश्नों के उत्तर दीजिए।*

1. निम्नलिखित में से **किन्हीं दो** प्रश्नों के उत्तर लगभग 300 शब्दों में लिखिए : **2x10=20**

   (a) बांग्ला और हिन्दी की साहित्यिक-सांस्कृतिक समानताओं का सोदाहरण उल्लेख कीजिए।

   (b) बांग्ला तथा हिन्दी में उपसर्ग एवं प्रत्यय की प्रयोगगत समानताओं और अंतर पर विचार कीजिए।

   (c) हिन्दी एवं बांग्ला साहित्य में मुहावरों की परम्परा पर प्रकाश डालिए।

2. निम्नलिखित बांग्ला पदों/शब्दों का हिन्दी पर्याय लिखिए : **5**

   নব্বই, আপনি, দোল, পাকা দেখা, যেখানে, মামাতো, পাওয়া, ঠিকানা, চোখ, গুজব

3. निम्नलिखित हिन्दी पदों/शब्दों के बांग्ला पर्याय लिखिए : **5**

   गुड़िया, पंछी, दीवार, लड़का, आदमी, अच्छा, मैं, गँवार, कुछ, लगभग

4. निम्नलिखित कहावतों–मुहावरों में से **किन्हीं पाँच** का हिन्दी अनुवाद करते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए : **5x3=15**

(a) কোন মুখে

(b) গলা ফাটিয়ে

(c) ঘরের শত্রু বিভীষণ

(d) চোখে ধূলো দেওয়া.

(e) যেমন কর্ম তেমন ফল

(f) চোরের মন বোঁচকার দিকে

(g) বিপদকালে বুদ্ধিনাশ

(h) হাতির মুখে দুর্বা ঘাস

(i) বাড়ী মাথায় করা

(j) মেঘ না চাইতেই জল

5. निम्नलिखित अंशों में से **किन्हीं तीन** का हिन्दी में अनुवाद कीजिए : **3x15=45**

(a) ট্রাম থেকে নামতে গিয়ে মাথার মধ্যে ঘুরে উঠেছে অনেকদিনই, কিন্তু আজ যে শেষ পর্যন্ত অতজোড়া চোখের সামনে পড়ে গিয়েই লজ্জা পেতে হবে, এ কথা মনে হয়নি। শহরতলির ট্রাম-ধূলোয় অন্ধকার করে চলে ভাঙ্গাচোরা রাস্তা দিয়ে, রাশি রাশি ধূলো নাকে-মুখে ঢোকে, চুলগুলোয় ধূলোর গুঁড়ো লেগে থাকে, রাস্তার দু'পাশে কাঁচা ড্রেন, নোংরা আর ভ্যাপসা গন্ধে সমস্তক্ষণ নাক জ্বালা করে-যতক্ষণ না স্টেশনের ধারে এসে থেমে যায় ট্রামটা।

একখানা ট্রাম-লোক বেশী ছিল না, যারা ছিল সিট ছেড়ে উঠে এল। হাত ধরে তুলল মাঝবয়েসী এক হিন্দুস্থানী মেয়ে-বাজার থেকে শাকসবজি বেচে ফিরছিল।

গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, কেয়া হুয়া-বুখার? যায়েগা কিধার?

দু একজন রিকশা ডেকে দেবার প্রস্তাব করল। বুখার! একটু ম্লান হেসে উপেক্ষার ভঙ্গিতে সীমা ট্রাম ছাড়িয়ে এগিয়ে চলল-কয়েক জোড়া সহানুভূতিভরা অনুসরণকারী চোখের সামনে থেকে সরে না যাওয়া পর্যন্ত এ লজ্জা যাবে না, তবু ভাগ্যি দু-একজন ফাজিল ছেলে নেই ওর মধ্যে ।

(b) একটি চোদ্দো বছর বয়েসের কিশোর গিয়েছিল তার এক মামার বিয়েতে বরযাত্রী হয়ে। পূর্ব বাংলা তখন সদ্য নাম বদল করে হয়েছে পূর্ব পাকিস্তান, তার ফরিদপুর জেলায়, মামাবাড়ির গ্রামের নাম আমগ্রাম বা আমগাঁ। মামার নাম গোবিন্দ গাঙ্গুলী, এক ছোট খাটো জমিদার বংশের শেষ প্রতিভূ। জমিদারের ছেলেদের ফরসা ও সুপুরুষ হওয়ার কথা, নাকের তলায় যত্নে লালিত গোঁফ, গল্প-উপন্যাসে বা যাত্রা-সিনেমায় এরকমই থাকে, কিন্তু গোবিন্দ গাঙ্গুলী এক বলিষ্ঠকায় ঘোর শ্যামবর্ণ পুরুষ, গোঁফ নেই, শুধু তাঁর তেজটাই জমিদার সুলভ। কিছুটা গোঁয়ার ধরণের এবং দুঃসাহসী, এই গোবিন্দ গাঙ্গুলী একবার বর্শা দিয়ে একটা হিংস্র পাগলা কুকুর মেরেছিলেন, শিয়ালও মেরেছেন কয়েকবার, একবার নাকি সুন্দরবন থেকে একটা রয়াল বেঙ্গল টাইগার ছিট্‌কে এদিকে এসে পড়ায় গোবিন্দ গাঙ্গুলী অস্ত্র হাতে নিয়ে বাঘ-শিকারে গিয়েছিলেন তবে শেষ পর্যন্ত বাঘে মানুষে মুখোমুখি হয়নি।

(c) শুয়োরের মনে খুব দুঃখ। গরু-ছাগল-ভেড়া সবার শিং আছে শুধু তার কোনও শিং নেই। তাই সে একদিন শিবঠাকুরের কাছে গিয়ে বলল, 'ঠাকুর তুমি সবাইকে শিং দিয়েছ, আমাকে কেন দাওনি?'

শিবঠাকুর বললেন, 'শিং নিয়ে তুই কি করবি?' শুয়োর বলল, 'শিং দিয়ে আমি মাটি খুঁড়তে পারব। কেউ তাড়া করলে ভয় দেখাতে পারব।' শিবঠাকুর বললেন, 'ঠিক আছে, তবে কাল দুপুরবেলা আসিস, আমি তোকে শিং দেব।' শুয়োর পরদিন সকাল হতেই বেরিয়ে পড়ল। অনেকটা পথ। পথের মাঝে দেখা হয়ে গেল এক ছাগলের সঙ্গে। ছাগল গাছের কচি পাতা খাচ্ছিল। শুয়োরকে দেখে বলল, 'কোথায় চললে শুয়োর দাদা?'

শুয়োর খুশিতে ডগমগ, 'একগাল হেসে বলল, শিবঠাকুরের কাছে। ঠাকুর বলেছেন আজ আমাকে শিং দেবেন।'

ছাগল বলল, 'চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাব।'

(d) ''একদিন বাবা মহাশয় বলিলেন যে আজ আমাদের ফাল্গুনি পূর্ণিমায় বসন্ত উৎসব, আজ সন্ধ্যায় বাগানে উৎসব-গান-বাজনা হবে। তখন তাঁর আদেশমত বাগান সাজানো হয়ে গেল। বাড়ির ছেলেরা ঘিয়ে আর মেয়েরা বাসন্তী রং-এর কাপড় পড়ে খেলা করবে। তাঁর আদেশমত আমরা সব তখনি কাপড় পরে বাগানে গেলাম। বাড়ির বাগান খুব সাজানো হয়েছিল। নানাবিধ বিলাতী ফুল টবে ফুটে উঠেছে। তাছাড়া দেশী ফুল, গন্ধরাজ, গোলাপ, রজনীগন্ধা,

বিস্তর ফুল ফুটে উঠেছে। গাছে-গাছে চায়নিজ ল্যাম্প লাগিয়ে আলো সাজানো হয়েছে। সব গাছের তলায় গান-বাজনা হচ্ছে। বড়-বড় গায়কগণ রাগ-রাগিণীর আলাপ করছেন। কোথাও জলতরঙ্গে বাজনা বাজিতেছে। চাঁদ আকাশে উদয় হলেন। চাঁদ তার নির্মল জোৎস্না ছড়িয়ে দিয়ে গাছের ফাঁকে হেসে দেখা দিলেন। এই সময় আমাদের মাননীয় জ্যোতি কাকা মহাশয় হারমোনিয়াম বাজাতে লাগলেন। মাননীয় রবি কাকা মহাশয় (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) গান গাইতে লাগলেন। ক্রমে-ক্রমে রাত হল। উৎসব শেষ হয়ে গেল। পরদিন ভোরের সময় আমরা সব ভাই বোন চায়নিজ ল্যাম্প কুড়ুতে বাগানে ছুট দিলাম।''

(e) আমি বিকেলবেলা পাটি পেতে সেলাই করতে বসলে আমার বালক ছেলে চূড়ামণি ছুঁচে সুতো পরিয়ে দেয়, বলে কালো আকাশে তোতা পাখির মতো একঝাঁক তারা আঁকো।

সারা সন্ধে ওরা আমাকে গল্প বলবে।
আর রাবেয়া মাসির কবরে
ধপধপে সাদা লাউফুল আর ওই আধখানা
চাঁদ নকশা করো,
ওখানে বড় অন্ধকার।

ও মা শোনো, আমার বন্ধু মিলুর গায়ে একটু সমুদ্রপারের হাওয়া ঢেউ খেলিয়ে দাও না-তোমার তো কত রঙের কত রকমের সুতো। যত রাত বাড়ে চুড়োর আবদারও তত বাড়ে, বলে তুমি ইচ্ছে করলেই সব পারো।

6. निम्नलिखित में से **किसी एक** का बांग्ला में अनुवाद कीजिए :

(a) सालाना इम्तिहान हुआ। भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दरजे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच में केवल दो साल का अंतर रह गया। जी में आया, भाई साहब को आड़े हाथों लूँ–'आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दरजे में अव्वल भी हूँ।' लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब का वह रौब मुझ पर न रहा। आज़ादी से खेलकूद में शरीक होने लगा। दिल मज़बूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फज़ीहत की तो साफ कह दूँगा–'आपने अपना खून जलाकर कौन-सा तीर मार लिया।'

(b) आपका स्वागत है **1x10=10**
क्योंकि आप नए हैं
आपका स्वागत है
क्योंकि आप बहा सकते हैं
कभी पसीना कभी खून
आपका स्वागत है –
क्योंकि अभी आपने
अपना जीवन नहीं जिया
आपका स्वागत है
क्योंकि आप घर की याद से
हो उठते हैं बेचैन
आपका स्वागत हैं
क्योंकि आप चाहते हैं
अपने परिवार को यहाँ बुलाना